দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর (https://epaper.deshrupantor.com)
www.deshrupantor.com (https://www.deshrupantor.com/)

Date 17 Dec, 2023 - General - Page 1

তরুণোদয়

শিক্ষায় উৎকর্ষ আমাদের অঙ্গীকার

অতিসম্প্রতি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন **অধ্যাপক ড. শামস্ রহমান**। তিনি ২০২১ ও ২০২২ সালে পরপর দুবার বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই শতাংশ স্কলারের একজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন বিশেষজ্ঞ। ২৫০টিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধের লেখক এই স্বনামধন্য অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নাল 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফরমেশন সিস্টেমস অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট'-এর অ্যাসোসিয়েট এডিটর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই অধ্যাপক-গবেষক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং দেশের উচ্চশিক্ষায় তার ভাবনা জানিয়েছেন তরুণোদয়কে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এনাম-উজ-জামান বিপুল**

দায়িত্বশীলদের দৈনিক দেশ রূপান্তর

তরুণোদয় : আপনি তো দেশের বাইরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কী কী পার্থক্য রয়েছে?

ড. শামস্ রহমান : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। ছাত্র এবং শিক্ষক– দুই ভূমিকাতেই। সেই ব্যক্তিই তো বিশ্বের বড় বড় তিনটা-চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, পড়িয়েছি। যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে। যেমন– সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এগুলো বড়মাপের বিশ্ববিদ্যালয়। যে ব্যক্তিটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, পড়িয়েছি সেই ব্যক্তিই যদি সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারি তাহলে তফাতটা কোথায়? তারা এত ভালো করছে আমরা করতে পারি না কেন? তফাত হলো সিস্টেমে। সিস্টেমটা কত সফলভাবে পরিচালিত করছি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে যত অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন আমাদের হয়তো তা নেই। এ জন্য আমাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের সুযোগ দিতে হবে দক্ষতা বাড়াতে। গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। বেশি রিসোর্সেস দিতে হবে মানে টাকাপয়সা দিলেই গবেষণা হবে– তা না। টাকাপয়সার প্রয়োজন আছে কিন্তু টাকাপয়সা না থাকলেও গবেষণা করা যায় বিভিন্ন ফিল্ডে। আমাদের গবেষণার সুযোগ খুলে দিতে হবে। শিক্ষকদের মোটিভেট করতে হবে।

তরুণোদয় : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে ভালো করতে পারে? বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সার্বিক পরামর্শ কী?

ড. শামস্ রহমান : একটা দীর্ঘ সময় লাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জায়গায় পৌঁছতে। আগে যারা বিশ্ববিদ্যালয় করেছে তারা হয়তো ভেবেছে আমাদের সময় লাগবে ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর সময় লাগবে। কিন্তু আজকের দিনে এত সময়ের দরকার নেই। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে। তারা তখন ভেবেছেন আমরা শুধু শিক্ষা দেব। কিন্তু শিক্ষা দেওয়াটাই মূল ব্যাপার নয়, বর্তমান বিশ্বে। এর সঙ্গে গবেষণা আছে, সৃষ্টি করার ব্যাপার আছে। প্যাটার্ন করার ব্যাপার আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধাপে ধাপে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হলে গবেষণা এবং প্রকাশনা ভীষণভাবে প্রয়োজন। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজন হলো ভালো রিক্রুটমেন্ট। ভালো শিক্ষকদের রিক্রুট করা। এ জন্য রিসোর্স ব্যয় করতে হবে। আর এখানে একটা সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে যেখানে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারেন। এর মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের যে মেধা দেশের বাইরে চলে গেছে তাদের ফিরে পাই তাহলে একটা বড় কাজ হবে। ভালো শিক্ষক না হলে ক্লাসরুমের পাঠ ভালো হবে না, ভালো গবেষণা হবে না। বাইরে যারা গিয়েছেন তারা দেশে ফিরতে চান কিন্তু নানা কারণে পারেন না। তারা যেন পরিবেশটা পান সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

তরুণোদয় : ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য আপনার কী পরিকল্পনা রয়েছে?

ড. শামস্ রহমান : বেশ কিছুদিন ধরেই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি গবেষণার দিকে মনোযোগী হয়েছে। আমার লক্ষ্য থাকবে ইউনিভার্সিটি ওয়াইড গবেষণার জন্য একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করানো। সাধারণত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থাকে টিচিং স্ট্রাকচার। কে ক্লাস নেবে, কয়টা নেবে, কখন নেবে ইত্যাদি। প্যারালালি একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করাতে হবে, সেটা গবেষণার জন্য। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি এটার দায়িত্বও নেবে যে, এ বছর আমরা এই কটা গবেষণা করব। বছর শেষে দেখা হবে কটা করতে পারলাম আর কয়টা করতে পারলাম না। শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তাদের সময়ও দেওয়া হবে। প্রথম অবস্থায় আমি একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করাতে চাই। তারপর তাদের কীভাবে মোটিভেট করা যায় সেটাও দেখতে হবে। গবেষণার সঙ্গে যে তাদের প্রমোশনের ব্যাপারটা লিংকড সেটাও স্টাবলিশ করা।

আমি এটা মনে করি না যে, ইউনিভার্সিটি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবে। সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ইউনিভার্সিটির সংযোগের জন্য আমি যে পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাই তা হলো, ইনসাইড আউট এবং আউট সাইড ইন। এর অর্থ হলো, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করব। সেটা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেমন আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং কাজ করে– দেখবে কেমন করে এই কাজটা হচ্ছে। তেমনি শিক্ষকদের গবেষণার মাধ্যমে আমি চাইব বাংলাদেশের রাইজিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কন্ট্রিবিউট করতে। আর আউট সাইড ইন হলো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিইও, প্রধান ব্যক্তি আমাদের ক্লাসরুমে লেকচার দেবেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান বাজার সম্পর্কে জানতে পারবে। আমরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানে গবেষণা করব, আমরা এক্সপেক্ট করব তারা আমাদের ফান্ডিংও করবে।

তরুণোদয় : শিক্ষার্থী এক্সচেঞ্জ এবং নলেজ শেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কমন কালচার। আপনার কি এমন কোনো পরিকল্পনা আছে?

ড. শামস্ রহমান : অবশ্যই আছে। নেটওয়ার্কিং আমাং দা একাডেমিক ইনস্টিটিউট ইজ আ মাস্ট। কোনো ইউনিভার্সিটির রিসোর্স কম থাকতে পারে, কারও বেশি থাকতে পারে, সেটা আমরা শেয়ার করতে পারি। সফট নলেজটা আমরা শেয়ার করতে পারি, আবার হার্ড নলেজটা আমরা ক্যারি করতে পারি। এই নেটওয়ার্কিংয়ের ব্যাপারটাও আমার পরিকল্পনায় আছে। মাস তিনেক আগে আমি দেশে এসেছিলাম। তখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিসির সঙ্গে আলাপে আমি বলেছিলাম, যদি আমি দেশে আসি আপনারটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এটা একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা শেয়ারিংয়ের সম্পর্ক তৈরি হবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তো হতেই পারে। তবে আমি প্রথমে চেষ্টা করব টপ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক তৈরির। যারা একসঙ্গে গবেষণা, নলেজ শেয়ারিং ইত্যাদি কাজ করবে, একটা আন্তর্জাতিকমানের জার্নাল প্রকাশের চেষ্টা করবে। পাঁচটা-সাতটা জার্নালের জায়গায় একটা আন্তর্জাতিকমানের জার্নাল প্রকাশ করতে পারি। এর ফলে আমাদের দেশের গবেষণার মান বৃদ্ধি পাবে, গবেষণায় শিক্ষকরাও মোটিভেটেড হবেন।

তরুণোদয় : আপনি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন সদ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান?

ড. শামস্ রহমান : আমি শুধু এটুকুই বলব, কোনো কনক্রিট লক্ষ্যমাত্রার কথা বলব না। আমি এটুকু বলতে চাই যে, এখন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেপুটেশন রেইজড করার চেষ্টা করব। কতটুকু হবে তা নির্ধারিত হবে কতটুকু আমরা করতে পারলাম তার ওপর।

তরুণোদয় : আপনার প্রতিষ্ঠানে যে বিষয়গুলো আছে তা কর্মবাজারের সঙ্গে কতটুকু সংগতিপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ড. শামস্ রহমান : আমাদের এখানে তিনটি ফ্যাকাল্টি আছে। তার অধীনে পনেরোর অধিক বিষয় আছে। এগুলো সংগতিপূর্ণ আছে কিন্তু এগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যুক্ত করার সুযোগ আছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি, মেশিন লার্নিং টেকনোলজি, ব্লক চেইন টেকনোলজি, থ্রি ডি প্রিন্টিং টেকনোলজি, নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে। এই টেকনোলজিগুলো অ্যাডাপ্ট করে আমাদের নতুন কোর্স ডিজাইন করতে হবে, এটা গেল একটা দিক। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির নেগেটিভ ইমপ্যাক্টও আছে। সাইবার সিকিউরিটি এখন একটা বড় ধরনের কনসার্ন। এ বিষয়গুলোও আমাদের শুরু করতে হবে। আমি নিজে সাপ্লাই চেইনের একজন অধ্যাপক। কভিডের আগে সাপ্লাই চেইন নিয়ে তেমন কথা শোনা যেত না। এখন চিকিৎসক, মিডিয়া, সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিরাও সাপ্লাই চেইন এই টার্মটা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্লাই চেইন বিষয়ক কোর্স খুব লিমিটেড। এই জায়গাটা আমাকে প্রাধান্য দিতে হবে ভবিষ্যতে। গত ৩৫ বছরে গার্মেন্টস সেক্টরটি একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি। প্রায় ছয় লাখ মানুষ কর্মরত। এটি মেড ইন বাংলাদেশ হিসেবে যায়। ব্র্যান্ড ইন বাংলাদেশ নয়। ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইনে কিছু করতে পারি কিনা এই সেক্টরের জন্য তা ভাবছি। আমরা মেড ইন বাংলাদেশ থেকে ব্র্যান্ড ফ্রম বাংলাদেশ হতে পারি কি না।

তরুণোদয় : শিক্ষার্থীরা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন ভর্তির জন্য বেছে নেবে?

ড. শামস্ রহমান : ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো বিকশিত করার পরিবেশ ও সুযোগ করে দেয়। কারণ শিক্ষায় উৎকর্ষ আমাদের অঙ্গিকার। আমরা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সর্বোচ্চ পরিমাণে স্কলারশিপ দিয়ে থাকি। আমরা কভিডের মাঝে টিউশন ফি কমিয়েছি ২০%। এমনিতেই আমাদের টিউশন ফি কম। এই সুযোগ নবীন শিক্ষার্থীরা নিতে পারে। যারা ভালো ছাত্র কিন্তু আর্থিক সংগতির অভাব তাদের জন্য স্কলারশিপ আছে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ যেন সুগম হয় সেটা আমরা দেখি এবং আসার পর যেন তারা বিকশিত হতে পারে সেটাও নিশ্চিত করি।

By **epaper.deshrupantor.com** (https://epaper.deshrupantor.com) | Version 1.0.0